চুয়াডাঙ্গায় ড্রাইভিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা উদ্যোগে ড্রাইভিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেল তিনটার সময় চুয়াডাঙ্গায় শহরের একাডেমি মোড় সারা ভবনে বহুমুখী মানব কল্যান সংস্থার কার্যালয়ে সার্টিফিকেট বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

সমাজ সেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাফুজুর রহমান মঞ্জু। এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপ নিয়েছে। আগামী ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে প্রত্যেক নাগরিককে স্মার্ট নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বহুমুখী প্রশিক্ষণ চালু করেছেন। সেইসাথে একজন নাগরিককে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বর্তমান সরকার ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান সিনিয়র সাংবাদিক আহমেদ পিপুল বলেন, বাংলাদেশের সকল স্তরের নাগরিক যাতে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে তারই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমরা নিয়েছিলাম। আমরা মনে করি বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার মাধ্যমে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আমরা সঠিক এবং নিয়মতান্ত্রিক মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিতে সফল হয়েছি । আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদেরকে কিভাবে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে এসে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলা যায়। সেই নারীদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা তা আমরা শতভাগ সফল হয়েছি। পুরো প্রশিক্ষণ জুড়ে আমরা ৪৫ শতাংশ নারীকে প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছি।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. সাইফুল্লাহ রাসেল, চুয়াডাঙ্গা

সমাজ সেবা কার্যালয়ে উপ-পরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশিদ ও সহকারী পরিচালক আবু তালেবসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সাংবাদিক বিপুল আশরাফ।

চুয়াডাঙ্গা বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা থেকে কম্পিউটার পরিক্ষায় উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণপ্রার্থীদের মধ্যে থেকে তুহিন ও সুরাইয়া অভিব্যক্তি করেন বলেন, অত্যান্ত সুন্দর পরিবেশে এখানে কম্পিউটার ও ড্রাইভিং শেখানো হয়। আমরা এখান থেকে কম্পিউটার শিখে অনেকে অনলাইন ব্যবসা করছি এবং কেউ চাকুরী করছি।

দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন” প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা।কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ২ টি ব্যাজে ৬০ জন ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে ৩টি ব্যাজে ৯০ জন শিক্ষার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিনে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরন

সমাজসেবা অধিদপ্তর ও বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিনে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরন করা হয়েছে । আজ রবিবার বেলা বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমি মোড়স্হ বহুমুখী মানব কল্যান সংস্হার কার্যালয়ে সার্টিফিকেট বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের সার্টিফিকেট বিতরণের উদ্বোধন করেন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান সিনিয়র সাংবাদিক আহমেদ পিপুল, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (আই এম ই ডি) কামাল হোসেন তালুকদার, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক শহিদুল ইসলাম। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সাংবাদিক বিপুল আশরাফের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক সিদ্দিকী সোহেলী রশিদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি কালের কণ্ঠের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি সিনিয়র সাংবাদিক এ্যাড. মানিক আকবর, এটিএন বাংলার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি রফিক রহমান।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা থেকে কম্পিউটার পরিক্ষায় উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণপ্রার্থীদের মধ্যে থেকে অভিব্যক্তি করেন কনিকা খাতুন, শিউলি, ফারজানা খাতুন, মধুমালা, মাসুদ রানা ও ইয়াসরিব বলেন, অত্যান্ত সুন্দর পরিবেশে এখানে কম্পিউটার ও ড্রাইভিং শেখানো হয়। আমরা এখান থেকে কম্পিউটার শিখে অনেক অনলাইন ব্যবসা করছি। কেউ চাকুরী করছি।

যেসব শিক্ষার্থী সার্টিফিকেট লাভ করেছেন তারা এ সংস্থা থেকে বিনামূল্যে দুই মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। পরে এদের মধ্যে ১৫০ জন পরিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয় ১৩৪ জন। পাশের হার ৯০ ভাগ।

“দুস্হ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন” প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা।

চুয়াডাঙ্গায় লানিং এন্ড আনিং প্রকল্পের প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কতৃক বাস্তবায়নাধীন লানিং এন্ড আনিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় জব ফোরাম ও প্রশিক্ষনার্থী মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে।

ব্যাবিলন রিসোর্সেস লিমিটেড এন্ড ইজি টেকনোলজি এর আয়োজনে ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আরাফাত রহমানের সভাপতিত্বে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ব্যাবিলন রিসোর্সস লিমেটেড এর সিনিয়র ম্যানেজার কামরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় অনেক শিক্ষিত তরূণ এখন ঘরে বসে বিভিন্ন দেশের কাজ সহজে করছে। আইসিটি বা ফ্রিলান্সিং এর মাধ্যমে সহজে বাইরের দেশের টাকা দেশে আনা সম্ভব। সেই সাথে ফ্রিলান্সিং এর মাধ্যমে দেশের যে অধিক বেকার যুব সমাজ সহজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এ সময় তিনি আরও বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তবে স্মার্ট বাংলাদেশে রুপান্তরে সবাই কে আইসিটি শিক্ষার উপর ও হাতে কলমে আইসিটি শিক্ষা নিতে হবে। এ সময় তিনি সকল ফ্রিলান্সারদের বৈধতার সাথে আয় করার জন্য আহবান জানান।

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের মোট ৪৮০ জনের হাতে লানিং এন্ড আনিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতার প্রশিক্ষনার্থীদের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান সাটিফিকেট প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের

নেজারত ডেপুটি কালেক্টর সাদাত হোসেন সহ ব্যাবিলন রিসোর্সেস লিমিটেড এন্ড ইজি টেকনোলজির কর্মকর্তা বৃন্দ।

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বক্তব্য প্রদান করেন তুহিন হোসেন,জেসমিন আক্তার।অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনার দায়িত্ব ছিলেন ইশতিয়াক আহমেদ ও আনিতা আক্তার রুম্পা।